

প্রসঙ্গ জলাশয়: তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিছু পরামর্শ

কাজী জহিরুল ইসলাম

‘হাতির ঝিল লেকে রূপান্তরিত হচ্ছে’। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ২০ এপ্রিল ২০০৭-এর এই সংবাদটি পড়ে সারারাত আমি আনন্দে ঘুমাতে পারিনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শপথ নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে এবং এখনো পর্যন্ত গণমানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমর্থন তারা পেয়ে যাচ্ছেন। গত কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম আমার প্রিয় বিষয় জলাশয় নিয়ে একটি পোস্ট লিখি। বছর তিনেক আগে এই বিষয়ে ‘সাপ্তাহিক খবরের কাগজে’ অনেকগুলো কলাম লিখেছিলাম। তখন আমি লিখতাম ‘মেঘনা কাজী’ ছদ্মনামে। লেখাগুলো তেমন জোরালো কোন ঢেউ তুলতে পারে নি। রাজউক হঠাৎ একটি উদ্যোগ নিয়েছিল বটে, বেশ ঝড়ের গতিতে মিরপুরের কিছু বাড়ি-ঘর ভাঙতে শুরু করেছিল। কাগজে বড় বড় শিরোনাম হয়েছিল, ‘রাজধানীতে খাল উদ্ধার কর্মসূচী’। কিন্তু দ্রুত গরম হওয়ার মতো, ততোধিক দ্রুততায় সেই উদ্যোগ ঠান্ডাও হয়ে যায়। এ কথা বুঝতে আমাদের কারোরই বাকী থাকে না যে এর পেছনে বাম হাতের কাজ-কারবার জড়িত। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি সরকারের পক্ষে, আবার যাদের ভোটের ধান্দাও রয়েছে, এ জাতীয় কঠিন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সত্যিই কষ্টকর। কিন্তু বর্তমান ক্রান্তিকালীন সরকার শুরু থেকেই যেভাবে অবৈধ স্থাপনা ধ্বংসে বদ্ধপরিকর তাতে আমরা আস্থা রাখতে পারি, এ সরকারের পক্ষে এই কঠিন কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বাস করতাম ঢাকার গোলাপবাগ এলাকায়। মধ্যবিভের স্বপ্নপুরণের মতো হঠাৎ আমার আন্না বাড়ডায় এক টুকরা জমি কিনে তাতে ঘর তোলেন। তখন গোলাপবাগের পূর্বদিকে ধলপুরে একটি বেশ বেগবান খাল ছিল। যাত্রাবাড়ির দিক থেকে খালটি এসে মাদারটেকের পেছনের দক্ষিণ গাঁও হয়ে কয়েতপাড়া, সাতারকুলের দিকে চলে গিয়েছিল। আমার স্পস্ট মনে আছে, একটি বড়সড় নৌকা ভাড়া করে ধলপুর থেকে সেই খাল দিয়ে সমস্ত মালপত্র আমরা বাড়ডায় নিয়ে আসি। আশির দশকের শেষের দিকে কবি জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহর নিমন্ত্রণে তার ধলপুরের বাসায় গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই খালটিকে আর শনাক্ত করতে পারি নি। আশ্চর্য, এতো বড় একটি খাল উধাও হয়ে গেল? ভূমিদস্যুরা দেড়-দুই দশক সময়ের মধ্যে ঢাকার ১৪ কিলোমিটার খালকে এভাবে বেদখল করে ফেলেছে।

যখন আমরা বাড়ডায় আসি তখন গুলশান লেক পেরিয়ে এক নম্বর গোল চক্রর থেকে ছয় নম্বর বাসে চড়ে (আমার আন্নার ভাষায়) ঢাকায় আসতাম। সেই লেকটিকে তখন মনে হতো বিশাল এক নদী। উত্তরদিকে শাহজাদপুর ব্রিজের নিচ দিয়ে একটি খোলা মুখ ছিল। ওখান থেকে একটি খাল সোজা পূর্বদিকে গিয়ে মিশেছিল সাতারকুল খালে, এই খালটির নাম ছিল সুতিভোলা খাল। সেই খাল আজ আর নেই। আর দক্ষিণে হাতির ঝিল হয়ে রামপুরা ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত বিশাল খালে গিয়ে মিশেছিল গুলশান লেক। রামপুরা ব্রিজ থেকে এই খালটি সোজা পূর্বদিকে গিয়ে মিশেছিল কয়েতপাড়া খালের সাথে। এই খালের দুই পাড়ে আজ ইস্টার্ন হাউজিংয়ের সুবিশাল আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। খালটিও রুগ্ন হয়ে গেছে। অথচ এই খালটিকে আরো গভীর করে খনন করে দুই পাড় বাঁধাই করে দিলে হাউজিং প্রকল্পটিরই গুরুত্ব বেড়ে যেত। কবে বুঝবো আমরা আধুনিক নগরায়নে আভ্যন্তরীন জলাশয়ের গুরুত্ব যে কতো অপরিসীম?

সেদিনের সেই গুলশান লেক দুই পাশের চাপে ক্রমশ সরু হতে হতে আজ এতদঞ্চলের বর্জ্জবাহী একটি নর্দমায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে। একই অবস্থা মহাখালী লেক, গুলশান-নিকেতনের ছোট্ট লেকটিরও। পৃথিবীর নানান দেশ ঘুরে ঘুরে দেখেছি, সব বিখ্যাত শহরের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে একটি বেগবান নদী। প্যারিসের শ্যান, লন্ডনের টেমস, ভিয়েনার দানিযুভ, বার্লিনের স্প্রি, রোমের টাইবার, এথেন্সের হকিৎ, আমস্টারডামের আমস্টিল, নিউইয়র্কের হাডসন নদীর পাড়ে কতো ঘুরেছি। এইসব নদীগুলো পাড়ে দাঁড়িয়ে, নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা শহরের নয়ানাভিরাম সৌন্দর্য দেখে কেবলি আক্ষেপে ফেটে পড়েছি আমাদের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগের দুর্দশার কথা মনে করে। আমাদের নদীগুলোকে কেবলি মনে হয় এতিম শিশুদের মতো। যে যার মতো কিল-ঘুষি মারছে, বিবেকহীনরা ধর্ষণ পর্যন্ত করছে। অথচ আমরা বুঝতে পারছি না জলাশয় ভরাট করে নিজেদের জন্যই মৃত্যুকূপ খনন করছি। একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুনতো, ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে ঢাকার জলবায়ু কেমন ছিল? এখন কি ঢাকার জলবায়ু চরমভাবে পল্ল হয়ে উঠেছে না? শীতকালে অতিরিক্ত শীত আর গরমকালে অতিরিক্ত গরম পড়ছে। এর কারণ কি? কারণ একটাই, শহরের জলাশয়গুলো নিভে যাচ্ছে। হয়ত আর তিন/চার দশক পরে এই শহরের সব গাছ মরতে শুরু করবে। তার-ও কিছু বছর পরে শহরে দেখা দেবে মরুकरण, মানুষ মরতে শুরু করবে। পৃথিবীর অনেক মৃত নগরীর ধ্বংসের এটি একটি বড় কারণ।

আজকের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা আমাদের ক্রান্তিকালের সরকার হাতির ঝিল রক্ষার যে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছে এটাকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি এই অনুরোধ করি, ঢাকা শহরের ১৪ কিলোমিটার খাল উদ্ধারের যে উদ্যোগটি পূর্ববর্তী সরকার গ্রহণ করেছিল সেটাও বাস্তবায়ন করুন। হাতির ঝিল থেকে একটি খাল পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাক মিরপুর হয়ে তুরাগের দিকে আর পূর্বদিকের খালটি রামপুরা ব্রিজের নিচ দিয়ে চলে যাক বালু নদী, কহর দরিয়া হয়ে শীতলক্ষ্যার দিকে। এই শহরের বৃষ্টিজল প্রবাহ ফিরে আসুক। পাশাপাশি শহরের চারপাশে রিং রিভারের যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল সেটিও বাস্তবায়ন করুন। তাহলেই আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য নগর রেখে যেতে পারবো। যে নগরে আবার পাখি ডাকবে, আবার ছয় ঋতুর আগমন ঘটবে ঠিক সময়ে আর আপনার আমার সন্তানেরা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২১ এপ্রিল, ২০০৭